যুগান্তর

তারিখ ... 3 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

উচ্চশিক্ষায় বাংলার ব্যবহার

প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক হইতে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করিবার যেই নির্দেশ দিয়াছেন, উহাকে নূতন বলা যাইবে না। মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কথা পূর্ববর্তী সরকার প্রধানরাও বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নাই। ভাষা আন্দোলনের এত বৎসর পরও শিক্ষাব্যবস্থার এই দুর্বলতা মানিয়া লওয়া যায় না। মাতৃভাষাকে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা করা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া ঐ আন্দোলনকে একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করা ছিল উহার লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সেই লক্ষ্য আজও অর্জিত হয় নাই। ইহার একটি কারণ হয়তো মাতৃভাষাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমরা যেই একাগ্রতা দেখাইয়াছি— জাতীয় জীবনে, শিক্ষা ক্ষেত্রে উহার ব্যবহারে আমরা তাহা দেখাইতে পারি নাই। ভাষার উৎকর্ষ সাধনেও লওয়া হয় নাই যথেষ্ট প্রয়াস। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল একটি সুষ্ঠু নীতিমালার, যাহা আজও প্রণীত হয় নাই। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা প্রাধান্য পাইলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সকল বিষয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই আজও। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের যেই ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি সমস্যায় পড়িতে হয় উহা হইল প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজটি সহজ নহে। সঠিক পরিভাষা ব্যবহার করিয়া এইরূপ বই রচনায় যেই গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন, দেশে উহার তেমন বন্দোবস্ত নাই। এই জন্য প্রয়োজন একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বাংলা একাডেমীর গবেষণাসহ সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। উহা ছাড়াও একটি পৃথক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যাহা উচ্চশিক্ষায় বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা ও গবেষণায় সহায়ক হইবে। এইরূপ উদ্যোগ লওয়া উচিত ছিল অনেক পূর্বেই। বিলম্বে হইলেও এইবার উহার বাস্তবায়ন করা যাইতে পারে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নহে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা ব্যবহারে কোন বাধা নাই বলিয়া আদালত রায় দিবার পরও উচ্চ আদালতে আজও উপেক্ষিত বাংলা ভাষা। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও বাংলা প্রায় অবহেলিত। এইরূপ বিশৃংখলার অবসান ঘটাইতে হইবে। বাংলা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি পাইয়াছে, অথচ আমরা নিজেরাই উহা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে সক্ষম হই নাই, ইহা আমাদের জন্য গ্লানিকর। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারে যত বাধা রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে বাংলা একাডেমীকে পদক্ষেপ লইবার আহ্বান জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা আশা করিব, বাংলা একাডেমীসহ সকল প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ অবস্থান হইতে বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করিবার উদ্যোগ লইবে উহার ব্যবহার নিশ্চিত করিবার মাধ্যমে। সেই ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে চিহ্নিত করিতে হইবে বাংলা ভাষার ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতাসমূহ। প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারি মাস আসিলে আমরা সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু পরবর্তীতে যথাযথ পদক্ষেপ লওয়া হয় না কেন, উহা খতাইয়া দেখা হউক। প্রয়োজনে লওয়া হউক কঠোর ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করিবার পদক্ষেপ লওয়া হইবে, ইহাই প্রত্যাশা।